উদ্দেশ্যহীন আর কত দিন?

Let's Do The Math & Change The Path

পথিক
প্রকাশন

উৎসর্গ

হে একবিংশ শতকে এসেও ঘুমন্ত সত্তা!

এবার তো জাগো। তাকিয়ে দেখো, উষার আলো সমুদ্রের জলে ঝিকমিক করছে, জোরদার হয়েছে ভোরের পাখির কলকাকলি, কাদের যেন পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে অদূরে। নতুন এই পৃথিবীর বুকে হয়েছে ইসলামের অধিষ্ঠান। আকাশে পতপত করে উড়ছে তাওহিদের কালিমা। বিজয়োৎসব শুরু হতে আর বেশি বাকি নেই।

কিন্তু তুমি এখনও কীসের মোহে আচ্ছন্ন?

ওঠো! আসহাবে কাহাফের মতো আচমকা জেগে উঠে মেলে ধরো সত্যকে। বেরিয়ে পড়ো মশাল হাতে।

রওয়ানা হয়ে গিয়েছে কাফেলা। বেশি দেরি কোরো না, পেছনে পড়ে যাবে। প্রতিদানের প্রশান্তি বণ্টন শেষে পৌঁছলে কী লাভ? দেরির কারণে সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়েই যেন সন্তুষ্ট থাকতে না হয় আবার।

তোমার জেগে ওঠার প্রত্যাশায়...!!

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ১১
উদ্দেশ্যহীন আর কত দিন?..... ১৮
আমাদের হারিয়ে যাওয়া..... ১৮
দাসত্বের সম্পর্ক..... ২৫
বোন! কেন তুমি গন্তব্যহীন?..... ৩২
জীবনের প্রয়োজন..... ৪৭

পৃথিবীর প্রকৃত চিত্র..... ৫৪
কে এই পৃথিবী?..... ৫৪
পৃথিবীর চরিত্র..... ৫৫
পৃথিবীর সাথে নবিদের আচরণ..... ৬৩
পৃথিবীকে তার প্রাপ্য গুরুত্বের বেশি দিয়ো না..... ৬৮
সাহাবিদের মানসিকতা..... ৭১
পার্থিব জীবন এক সফর..... ৭৩
দুনিয়া একটা যাত্রাবিরতি মাত্র..... ৭৪
দুনিয়া স্বল্পকালীন পরীক্ষাক্ষেত্র..... ৭৬
ফ্যান্টাসি অব ম্যারেজ..... ৭৭

ইসলাম = পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ..... ৮৩
তোমার শেকড়..... ৮৩
ইসলামের পরিচিতি..... ৮৮
ইসলাম কাকে বলে? এর সঠিক পরিভাষা কী?..... ৮৯
ইমান কি?..... ৯৬
দীনের বিষয়ে নিজের মতামত..... ১০০
বিশ্বাসের বদলে যুক্তিনির্ভরতা..... ১০৪
শূকর খাওয়া..... ১০৫
পর্দা কেন করি?..... ১০৬

তাওয়াফ কেন করি? ১০৭
তালাকের পর ইদ্দত পালন ১০৭
ডাক্তারকে অন্ধবিশ্বাস..... ১০৮
দান করলে সম্পদ বাড়ে..... ১০৯
আল্লাহ ও রাসুলের নিঃশর্ত আনুগত্য ১১০

তুমি কি তোমার রাসুলকে চেনো?..... ১১৪
কেমন ছিলেন তিনি? ১১৯
তাঁর চরিত্র কেমন ছিল? ১২২
তিনি আমাদের কে হন?..... ১২৫
তাঁকে জানার শুরু ১২৭
তাঁর জীবনের সাথে সাদৃশ্য..... ১৩৩

ফাতিহা উপলব্ধি এবং সালাতের গভীরতা..... ১৪৪
উদ্দেশ্যের খোঁজে ১৪৪
'সালাত' কী? ১৪৯
সালাতের মাধ্যমে রুহের চিকিৎসা ১৪৯
প্রশান্তির সালাত ১৫৩
সালাতের উপলব্ধি ১৬০

নিজের পাপ প্রদর্শন কোরো না..... ১৮১
সকল অশান্তির মূল..... ১৮১
পাপের পরিচিতি ১৮৪
ছোট পাপ, বড় পাপ ১৮৫
প্রকাশ্য পাপ..... ১৮৬
পাপের প্রতি উৎসাহ..... ১৯০

মৃত্যুর সাথে পরিচিতি..... ১৯৩
মৃত্যুর উপলব্ধি ১৯৭
দীনের ব্যাপারে ভ্রান্তি..... ২০৮
ভুলে যাওয়া জাহান্নাম ২১৬

ভূমিকা

প্রশংসা মহান করুণাময়ের—তাঁর সৃষ্টির সমান, তাঁর সন্তুষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর কালাম লিপিবদ্ধ করা কালির সমান। সাত আসমান-ভরা অকল্পনীয় নিয়ামত সমান দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক তাঁর হাবিব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।

বহমান স্রোতের মতো বয়ে চলেছে 'সময়'। এক মুহূর্ত থামার অধিকার নেই তার। বিশাল সব রহস্যকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সৃষ্টির শুরুর বিন্দু হতে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তার অবিরাম ছুটে চলা। সাথে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কত গ্রহ-নক্ষত্র আর প্রাণীর জীবন।

সময়ের মতোই নিজের মাঝে অপার রহস্য লুকিয়ে রেখেছে সমুদ্রও। তার উত্তাল স্রোতের সাথে যেন উড়ে বেড়ায় কবিতারা। কিন্তু স্রোতের মূল উদ্দেশ্য তো নিজের ভেতরের প্রাণগুলোকে অক্সিজেন পৌঁছনো। এ ছাড়া সময় তো নিজেকেই সবকিছুর উদ্দেশ্য বানিয়ে রেখেছে। তেমনই একটা উদ্দেশ্য সূর্যেরও আছে। তার দায়িত্ব শেষ হলে নিজের উদ্দেশ্য পুরা করে চন্দ্র—পৃথিবীতে নিজের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়। অসীম এই তারকারাজির উদ্দেশ্য পৃথিবীর জন্য দিক-নির্দেশকের ভূমিকা রাখা। এই মহাজগতে কোনোকিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। উদ্দেশ্য ছাড়া না কোনো বালুকণাকে দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্রতা, না তুষারকণা পেয়েছে সৌন্দর্য, আর না আকাশ লাভ করেছে তার বিশালতা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا.

> 'আর আসমান, জমিন এবং এদুয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি।'[১]

মহাজগতের এই বিশাল সৃষ্টির মাঝেই এক ক্ষুদ্র সত্তার আকারে স্রষ্টার সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে। তবে আকৃতি ছোট হলেও মর্যাদায় সে আকাশকে ছাড়িয়ে যায়। তারই মায়ায় নিশুতি রাতে স্রষ্টা স্বয়ং ভালোবাসা বিলানোর আয়োজন করেন। বিশাল সব সৃষ্টির অনবরত প্রশংসার পরেও তিনি সেই ক্ষুদ্র সত্তার দু

[১] সুরা সোয়াদ ৩৮: ২৭।

ঠোঁটের অস্ফুট আওয়াজেই তার নিকটবর্তী হয়ে যান। যে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করতে সমস্ত সৃষ্টিজগৎ তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করছে, আর তিনি কিনা সেই ক্ষুদ্র সত্তার সিজদায় লুটানো কপাল দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। তবে সে ক্ষুদ্র সত্তার প্রার্থনায় যেমন স্রষ্টার সন্তুষ্টি, তেমনই তার অবাধ্যতা আর অহংকার ডেকে আনে মহান স্রষ্টার ক্রোধ ও ঘোর অসন্তুষ্টি।

মহাবিশ্বের বিশালতার সামনে অণু সমান এই ক্ষুদ্র সত্তা হলো–'মানুষ'। সমুদ্র যাকে মুহূর্তেই নিজের মাঝে নিখোঁজ করে দিতে পারে, পৃথিবীর ওজোন স্তর থেকে যার অস্তিত্ব আর দৃশ্যমান হয় না, একটা মাঝবয়সি বটবৃক্ষ যাকে নিজের ভেতরে লুকিয়ে ফেলতে পারে অনায়াসেই—এই নগণ্য সত্তা দুদিন পৃথিবীতে থেকেই নিজেকে এর মালিক ভাবতে শুরু করেছে। এত এত ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও সে স্রষ্টার মহত্ত্বের সামনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে দ্বিধাবোধ করে না। তাকে ঘিরে চলা সপ্তাকাশের বিশাল আয়োজন সে জানে না। তার জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে স্রষ্টা স্বয়ং নিজের নির্দেশনা প্রেরণের পরেও সে তা গ্রহণ করে না। নির্বোধ মানুষ! এখনও নিজের অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে বেখবর!

প্রত্যেক মানুষের মাঝে কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এরপর লেজবাঁধা ফড়িঙের ন্যায় মৃত্যুর সুতোয় বেঁধে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে পৃথিবীতে।

কিন্তু দু হাত ওপরের আকাশে অবুঝ ফড়িঙের পাখনা মেলার মিথ্যে স্বাধীনতার সুখে মানুষও আজ সুখী হতে চায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে সবকিছুই ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে ছুটে চলা সময়ের স্রোতে অনবরত ভাঙন হতে থাকে তার সত্তার। পুরোটা ক্ষয়ে যাওয়ার আগেই আচমকা ঝড়ো হাওয়ার সাথে মৃত্যু উড়ে এসে তার সত্তাকে উপড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বোকা মানুষ! তবুও নিজের ক্ষয়ে যাওয়ার কারণ খোঁজে না! দেহের খাঁচা ভেঙে অন্যদের হারিয়ে যেতে দেখেও তার ঘোর ভাঙে না! কী যেন এক নেশায় ডুবে মানুষ নিজেকেও আর নিজে বোঝে না!

অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা, অস্পর্শনীয় বিষয়কে ছুঁয়ে দেখার আগ্রহ, নতুনত্বের প্রতি উদগ্র বাসনা, চূড়ান্ত শত্রু শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব আর জাগতিক চাহিদার নিকৃষ্ট পিয়াসি প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা—মানুষকে আজ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। নিজ ইচ্ছাপূরণের স্বার্থে স্রষ্টার সৃষ্টিগত নিয়ম ভেঙে সে তো তার নিজের জীবনের শৃঙ্খলাই নষ্ট করে চলেছে। নিজের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য ভুলে প্রবৃত্তির আনুগত্যকেই সে জীবন বানিয়েছে। কামনা পূরণের স্বার্থে

নিচে নামতে নামতে মানুষ আজ 'মানুষ' হতেই ভুলে গিয়েছে। এভাবে অবাধ্যতার আঁধারে ঢাকা পড়ে ভালো-মন্দ নির্বাচনের যোগ্যতা হারিয়ে বসেছে তার অন্তর।

অন্যদিকে জৈব অস্ত্রের ন্যায় ইচ্ছাকৃতভাবেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মনুষ্যত্বহীনতার অসুখ, যাতে আক্রান্ত হয়ে অবাধ্যতার উৎসবে মেতেছে গোটা বিশ্ব। না-চাইতেও একজন পবিত্র মানুষকেও তাই পা ডুবাতে হয় অপবিত্রতায়। সকলের সম্মিলিত পাপের বিষে পৃথিবীর আকাশ ছেয়ে রয়েছে এক গুমোট অন্ধকার চাদরে। লাগাতার অবাধ্যতা সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ জীবকে মানুষ থেকে পশু, এমনকি পশুর থেকেও নিকৃষ্টতর সত্তায় পরিণত করেছে।

কিন্তু সৃষ্টিকুলের এত মূল্যবান সৃষ্টির কেন এই অধঃপতন?

প্রশ্নের মাঝেই রয়েছে উত্তর। মানুষ অনেক সৃষ্টির মাঝে একটা সৃষ্টি। আর প্রত্যেক সৃষ্টি তার স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হয়। কেননা সে নিজের ব্যাপারে আদি-অন্ত পুরোটা জানে না। মানুষও তার প্রকৃত পরিচয় জানত না। মাতৃগর্ভে কে তাকে রেখে যায়, আর কেই-বা তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছে—সে বুঝত না। নিজের দেহের ভেতরে থাকা সেই বিশেষ উপাদান কী, যা জড়দেহে আসে আবার চলে যায়, তা বোঝার সাধ্য তার ছিল না। এভাবে নিজেকে পুরোপুরি না-জেনে না-বুঝে, নিজের সুখের জন্য সে যা-কিছু নির্ধারণ করেছে, তার সবটাই পরিণত হয়েছে যন্ত্রণাময় অসুখে। কিছু সময়ের জন্য তার সিদ্ধান্তে বাহ্যিক অবস্থার আপাত উন্নতি হলেও সর্বক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ক্ষতি বয়ে এনেছে পরিণতিতে গিয়ে।

মানুষ নিজেকে বুঝতে সক্ষম নয় বলেই মানুষের স্রষ্টা কিছুকাল পূর্বে তাকে বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন—তার সত্তা কী, তার ভেতরের উপাদান কেমন, আর তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো একসাথে সামলে রাখার পদ্ধতি কেমন হওয়া দরকার। শুধু জানিয়েই দেননি; বরং সেই নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের সত্তাকে কতটা উন্নত করা সম্ভব, সেটাও তার প্রিয় কিছু মানুষের মাধ্যমে পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করাকেই সমস্ত মানুষের জন্য 'উদ্দেশ্য' হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ অন্তর-বাহিরে ভালো থাকে।

কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ বড় অবাধ্য আর দুর্বল। নিজ চোখে জান্নাত দেখেও মানুষের আদিপিতা ভেতরের আকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধে সক্ষম হননি। আর পৃথিবীতে সেসব তো অদৃশ্যই। ফলে আদমসন্তানের বিশ্বাসের দুর্বলতা আরও বেড়ে গেছে। নিজ আকাঙ্ক্ষাগুলোকেই তারা জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। সেই আকাঙ্ক্ষা

তবে মোহাম্মদ হোবলোসের শব্দগুলো তার দরাজ কণ্ঠস্বর ছাড়া অসম্পূর্ণ। সরল অনুবাদ শেষে পাঠ করে দেখলাম, শ্রোতা হিসাবে তার আলোচনায় যে বিশেষ অনুভূতি জাগ্রত হয়, পাঠক হিসাবে তার পুরোটাই অনুপস্থিত। এ কারণে আমাদের নতুন প্রজন্মের পাঠের সুবিধার্থে কথার ভাবগুলোকে অনুসরণ করে সবটা নতুন করে সাজানো হয়েছে। যুক্ত করা হয়েছে দীন অনুসরণের জন্য উপকারী কিছু নসীহত।

হাজারো নিয়মনীতি আর গভীর চিন্তার ভিড়ে নিজের রব থেকে পালিয়ে বেড়ানো, স্রষ্টা-রাসুল-দীন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং দুনিয়ার তামাশায় হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে সবাই ভুলে গিয়েছে। এ ছাড়া দীনের প্রতি আগ্রহী অনেক ভাই-বোন যথাযথ সহায়তার অভাবে এখনও ফিরে আসতে পারছে না, অনেকের জন্য একক প্রচেষ্টা হয়ে পড়েছে ভীষণ কষ্টসাধ্য। তাদের সবার ব্যথায় ব্যথিত হয়েই আমাদের উদ্দেশ্যের খোঁজে যাত্রা।

বক্ষ্যমাণ বইটি ফেরারি দাসগুলোকে তার মনিবের কাছে ফিরিয়ে আনার একটা প্রচেষ্টা, তাদেরকে রবের দিকে আহ্বান, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার শুরু, আর নতুনদের জন্য পুরোপুরি ফিরে আসা। এখানে আমরা পথভোলা মানুষটার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে চেয়েছি। একসাথে বসে সমস্যাগুলো খুঁজে তার সমাধান বের করতে চেষ্টা করেছি। প্রতিটি কথা, প্রতিটি উদাহরণ, প্রতিটি বাস্তবতা একান্ত তাদের চোখ থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলতেই সাজানো হয়েছে। ফলে লাইনগুলোতে তৈরি হয়েছে পাঠকের সাথে এক আন্তরিক কথোপকথন।

এর মধ্যকার কল্যাণকর বিষয়গুলো আল্লাহর পক্ষ হতে। আর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো আমাদের নফস ও শয়তানের পক্ষ হতে। আমরা পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভুল চোখে পড়লে তা জানানোর অনুরোধ করছি।

সবশেষে, এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুআর আবেদন করছি। ডা. শামসুল আরেফীন ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। প্রজ্ঞার পরিণত বয়সে একজন অপরিপক্ক শিশুর আঙুল ধরাটা চূড়ান্ত বিনয় ছাড়া আর কি? এত আকাশ সমান উচ্চতা হতে জমিনের দিকে কে-বা তাকাতে পারে? এটা তার তাকওয়া ও উম্মতের প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আমি তো শিশুমনের আবেগ প্রকাশে এলোমেলোভাবে শব্দের রং ছড়িয়ে দিয়েছি মাত্র; তিনি দক্ষ শিল্পীর ন্যায় প্রজ্ঞার তুলিতে পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করে সব অনুভূতির হক আদায় করেছেন। মহান করুণাময় জীবনের শেষ পর্যন্ত তাকে নিজ করুণায় মুড়িয়ে রাখুন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত কিছুর পরেও আমি সেই অর্থহীন পথটাকেই সঠিক পথ ভাবতাম। সেই চটকদার রাস্তায় সামান্য কয়েক কদম এগোতে পারার উন্মাদনাকে আমিও সর্বোচ্চ সুখ মনে করতাম নিজের জন্য।

তাই তোমার আর আমার জীবনের মাঝে এদিক থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। আমরা একই পথে হেঁটেছি, একই গন্তব্যের দিকে গিয়েছি; কিন্তু আমি তো শেষ পর্যন্ত পৌঁছনোর পরেও সুখ পেলাম না। তোমার খবর কী বলো? এখনও কত দূর যেতে পারলে? সুখের কি কোনো দেখা পেয়েছ?

আমরা কত বোকা ভাবো, যেখানে অন্যেরা স্বার্থ ছাড়া এক কদমও এগোতে চায় না, সেখানে আমরা দুজন কোনো রকম অর্জন ছাড়াই, সুখের দেখা না পেয়েও অনর্থক একটা পথের পেছনে নিজেকেই শেষ করে দিলাম।

শুনবে আমার গল্পটা?

কিন্তু আমি তো এখন বদলে ফেলেছি আমার আগের রাস্তাটা। এখানে যদিও নিজেকে প্রকাশ করা বারণ, তবে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো করে সামান্য বলছি। তুমি বুঝে নিয়ো।

একটু বয়স হওয়ার পর প্রথমবার যখন পৃথিবীর সাথে আমার পরিচয়, মনে হয়েছিল, এর চেয়ে উত্তম কিছু আর নেই। প্রথম উপলব্ধিতেই পৃথিবীর মায়ার কাছে আমি নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। পিতামাতার উদাসীনতায় সামাজিকতার চিন্তাধারা লালন করা এক অজ্ঞ প্রজন্মের মাঝে আমার বেড়ে ওঠা। কেউ আমাকে সঠিক পথ, ভুল পথ, সুখ-অসুখ, ভালো-মন্দ, অন্যায়-উপকারের মূল্যবোধটা কখনও ঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়নি।

মাঝমাঠে কোনো গরু-ছাগলকে লম্বা রশি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে ছেড়ে দেওয়ার মতোই আমিও নির্দিষ্ট একটা সীমানার মাঝে স্বাধীনতা লাভ করলাম। প্রবল উচ্ছ্বসিত হয়ে মাঠের এক দিক থেকে অন্য দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। মাঠের ভেতরে থাকা ঘাস, লতাপাতা, আবর্জনা যখন যেখানে যা-ই পেয়েছি, গ্রহণ করেছি নির্দ্বিধায়।

সময়ের সাথে একটু একটু করে মাঠের সব সুখের স্বাদ চাখা শেষ হলো। এরপরেই বাঁধল আসল সমস্যাটা! দূর থেকে দেখে মাঠের ঝলমলে সবুজ ঘাসের যে আসক্তি আমায় উন্মাদ করে ফেলেছিল, এখন তার সবটার স্বাদ আমার পরিচিত। এখন সবকিছু কেমন পানসে মনে হতে লাগল। কেমন যেন তেতো তেতো! হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও সেসব সুখের প্রতি কেমন এক বিতৃষ্ণা! বিতৃষ্ণা পরিণত হলো

এক নিদারুণ যন্ত্রণায়। একটুখানি স্বস্তির জন্য ছটফটানি। কিন্তু খুঁটি ভেঙে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার শক্তিও আমার ছিল না।

তাই ভেতরের যন্ত্রণা সইতে না পেরে আমিও নিজের মালিকের কাছে ফিরে যাওয়ার আকুতি জানাতে লাগলাম, ঠিক যেমন সন্ধা ঘনিয়ে এলে গরু-ছাগল ঘরে ফেরার জন্য ডাকাডাকি করে। এরপর কী হলো, জানো?

সারা দিনের চড়া রোদ আর মাঠের তেতো সুখের যন্ত্রণা নিয়ে খুঁজে পেলাম শান্তির সেই ঘর। মালিক আমাকে দিলেন ঠান্ডা পানি এবং আরও হাজার প্রকার অনাবিল নতুন সুখের সন্ধান। প্রতিমুহূর্তে প্রশান্তির আবেশ আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। আমি টের পেলাম : পশু হোক কিংবা মানুষ—মালিকের কাছেই তার প্রকৃত স্বস্তি... আসল সুখের ঠিকানা।

তুমিও আর এভাবে যন্ত্রণায় ডুবে থেকো না। নশ্বর শরীরে এই প্রাণের মেয়াদ থাকতে থাকতেই জীবনের প্রকৃত অর্থটা শিখে নাও, তোমার সত্তার আসল উদ্দেশ্য জেনে নাও, চিনেই নাও সঠিক পথটা।

তোমার জন্য একমাত্র সঠিক পথ হলো ইসলামের পথ, দীনের পথ, কুরআনের পথ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথ। এগুলো আলাদা কিছু নয়, এসবের অর্থ একটাই। আর এই পথ আমার বা অন্য কোনো মানুষের বলা পথ নয়; এটাই তোমার স্রষ্টার পক্ষ হতে নির্ধারিত একমাত্র পথ।

এ যুগে অধিকাংশ তরুণ-তরুণীর বিপথে যাওয়ার পেছনে মূল কারণই তার পরিবার। সহজ সরল এই মানুষগুলোর ভেতরে ইসলামের পুরোটা না থাকায় আমাদের অন্তরেও তা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে পারেননি। তাই অধিকাংশ মুসলমান আজ বাহ্যিক দু-একটা আচার-অনুষ্ঠানকেই ইসলাম হিসেবে চেনে। জীবনকে পরিচালনার যে আদর্শ বা উপলব্ধি, ইসলামের সে অংশটুকু আমাদের কেউ দেখিয়ে দেয়নি। ফলে বর্তমান সমাজ-রাষ্ট্র-বিদ্যালয় বা বাইরের পরিবেশের যা কিছু আমাদের চোখে পড়ে, তা থেকেই আমরা নিজেকে পরিচালনার রসদ নিই। এরপর একটা সময় ভেতরের সামান্য ইসলামটুকুও হারিয়ে যায়। শুধু পরিবারকেই দায়ী করা যদিও যথার্থ নয়, তবে একজন মানুষের মূল শেকড় বা ভিত্তি হলো তার পরিবার; পিতামাতা যদি উত্তম আদর্শবান হন, তবে সন্তানকে আদর্শিকভাবে সুরক্ষা দেওয়াকে তিনি দেখবেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নির্ধারিত দায়িত্ব হিসেবে। কিন্তু ভ্রান্ত চিন্তায় ডুবে থাকা পিতামাতার সন্তানও যে পথভ্রষ্ট হবে, এ আর আশ্চর্যের কি!